দৈনিক বাংলা

145

তারিখ 06 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষা যথারীতি হবেঃ এরশাদ

সভা বিবৃতি জনমত প্রতিফলিত করে না

রংপুর, ৫ই মার্চ (বাসস)।— প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন যে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার এক শ্রেণীর শিক্ষকের খেয়াল খুশী অনুযায়ী লাখ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীর একটি মূল্যবান শিক্ষা বর্ষ নষ্ট হতে দিতে পারেন না।

তিনি আশা করেন যে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকরা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে তাদের দায়িত্ব পালন করতে কাজে যোগ দেবেন।

প্রেসিডেন্ট আজ এখানে কালেক্টরেট ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভায় পার্লামেন্ট এম এ সাত্তার, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী মইদুল ইসলাম, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ডঃ ফজলে রাব্বী চৌধুরী এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী শফিকুল গনি স্বপনও ভাষণ দেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বপতি শিক্ষকরা হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে তিনি সানন্দে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত সরকার বেসরকারী স্কুল ও কলেজ শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকের অবস্থা উন্নয়ন এবং সমাজে তাদের একটি সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেকগুলো আর্থিক সুবিধা দিয়েছেন।

এসব সুবিধার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সরকারী সূত্র থেকে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের সংশোধিত মূল বেতনের শতকরা

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষা যথারীতি হবেঃ এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

৬০ ভাগ দেয়ার, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি এবং দুটো অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতীতে কখনো সরকারী তহবিল থেকে বেসরকারী শিক্ষকদের এত বেশী আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়নি।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের এবারের ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থা ছাত্রদের শিক্ষা জীবন থেকে একটি মূল্যবান বছর নষ্ট করারই নামান্তর। তিনি শিক্ষকদের প্রতি নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করতে বলেন, সমাজ যেখানে তাদের জন্য এতটা করছে সেখানে সমাজের কাছে তাদের ঋণ এরূপ নেতিবাচক ভাবে শোধ করা কতটুকু সঙ্গত কিনা।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের সাম্প্রতিক আচরণ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে তাঁরা সমাজের অত্যন্ত সম্মানিত ও দায়িত্বশীল শ্রেণী হয়েও নিজেদের সন্তানদের সমতুল্য ছাত্রদের স্বার্থ উপেক্ষা করে ধর্মঘটে লিপ্ত হয়ে শুধু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি সব সময় ছাত্রদের বলে আসছেন যে তাদের পিতামাতার পরই তাদের শিক্ষকদের স্থান। তিনি প্রশ্ন করেন, কিন্তু এখন যেখানে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষকরা সংকীর্ণ স্বার্থের গন্ডির মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখছেন সেখানে অভিভাবক ও ছাত্ররা তাদের সম্পর্কে কি ভাবেন ?

গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে তাঁর প্রচেষ্টার পুনরুল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত করতে ২৬শে এপ্রিল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে কেবল নির্বাচনের রায়ই জনমত প্রতিফলিত করে। সংবাদপত্র বিবৃতি ও বাসতলে মোকাররম রাজনৈতিক কর্মী সমাবেশ জনমতের প্রতিফলন ঘটে না।

তিনি বলেন যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং তারা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কোটারী স্বার্থ থেকে বের হয়ে আসবেন, অতীতে এই আশা নিয়ে ৩ বার নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে একশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অগণতান্ত্রিক আচরণের দরুন নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় তারা জনগণের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অপরদিকে তাদের ব্যবস্থা সরকারকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। জনগণ ইতিমধ্যেই এসব কর্মসূচীর সুফল পেতে শুরু করেছে।

তিন বলেন, এবারও যদি কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার একই ভুল করে তাহলে তারা তাদের রাজনৈতিক পরিণতির সম্মুখীন হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে অতীতে যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় ছিল, অতীতের ভুলের জন্য তাদের নির্বাচনে জনগণের সম্মুখীন হতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। 'আপনারা যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাহলে অতীত অপকর্মের জন্য জনগণের নিকট ক্ষমা চান এবং তাদের রায় লাভ করুন।'

তিনি বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে যে দল জনগণের রায় লাভ করবে, সংবিধান অনুযায়ী সেই দল সরকার গঠন করতে পারবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, অতীতে যমুনা সেতু ছিল একটি রাজনৈতিক স্লোগান। কিন্তু বর্তমান সরকার এই সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ইনশা আল্লাহ এটা শীঘ্রই বাস্তবে রূপায়িত হবে।

দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ প্রসারে সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন এবং এর সংখ্যা নির্ধারণ করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর সরকার এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

প্রেসিডেন্ট তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে রংপুরে একটি কাগজ কল ও একটি চটকল স্থাপন করা হবে।

প্রেসিডেন্ট পূর্বাহ্নে রংপুর বার সমিতি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং রংপুর জিমন্যাসিয়াম উদ্বোধন করেন।

অনুদান হিসাবে প্রেসিডেন্টের দেয়া ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে বার সমিতি ভবন নির্মাণ করা হবে।

রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এখানে উপস্থিত হলে ছাত্র, মহিলা সহ সমাজের সর্বস্তরের লোক তাকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

প্রেসিডেন্ট খোলা জীপে করে ক্যান্টনমেন্ট গেট থেকে জিমন্যাসিয়াম পর্যন্ত দু মাইল পথ যাওয়ার সময় তার রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে স্বাগত স্লোগান, হর্ষধ্বনি ও করতালির মাধ্যমে জনগণ তাঁকে অভিনন্দিত করে।